HSC
একাডেমিক কোর্স

সমাজকর্ম ২য় পত্র

অধ্যায়ঃ ০৮ – বাংলাদেশে আন্তর্জাতিক সংস্থার সমাজ উন্নয়ন কার্যক্রম

টপিক – ০১ আন্তর্জাতিক সংগঠনের ধারণা

টপিক

আলোচিত বিষয়বস্তু

টপিক ০১: আন্তর্জাতিক সংগঠনের ধারণা
টপিক ০২: সেভ দ্যা চিলড্রেন
টপিক ০৩: ওয়ার্ল্ড ভিশন বাংলাদেশ
টপিক ০৪: বাংলাদেশ রেডক্রিসেন্ট সোসাইটি
টপিক ০৫: জাতিসংঘ শিশু তহবিল (ইউনিসেফ)
টপিক ০৬: জাতিসংঘের উন্নয়ন কর্মসূচী (ইউএনডিপি)
টপিক ০৭: বহুনির্বাচনী প্রশ্ন সমাধান
টপিক ০৮: সৃজনশীল প্রশ্ন সমাধান

টপিক ০১: আন্তর্জাতিক সংগঠনের ধারণা

This Topic is important for

MCQ	সৃজনশীল
	ক খ
	গ ঘ

আন্তর্জাতিক সংগঠনের ধারণা

বর্তমান বিশ্বায়নের যুগে ধনী ও দরিদ্র দেশগুলোর মধ্যেকার অসম উন্নয়ন এবং অর্থনৈতিক বৈষম্যের প্রভাবে সৃষ্ট সমস্যা মোকাবেলা করার লক্ষ্যে, একটি কল্যাণমুখী সহযোগিতামূলক অর্থনৈতিক ও সামাজিক ধারা গড়ে উঠেছে। ধারাটি হলো আন্তর্জাতিক এবং আঞ্চলিক সহযোগিতার ভিত্তিতে পারস্পরিক উন্নয়ন ও কল্যাণ। পারস্পরিক সহযোগিতার মাধ্যমে উন্নয়ন সাধনের সঙ্কল্প নিয়ে গড়ে উঠেছে বিভিন্ন আন্তর্জাতিক উন্নয়ন সংস্থা। আন্তর্জাতিক, আঞ্চলিক এবং জাতীয় পরিমন্ডলে উন্নয়ন, অগ্রগতি ও কল্যাণের ক্ষেত্রে বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংস্থা অর্থবহ ভূমিকা পালন করে যাচ্ছে। বিশ্বের দরিদ্র ও অনুন্নত দেশের অনগ্রসর দরিদ্র জনগোষ্ঠীর কল্যাণে শিল্পোন্নত ধনী দেশের আর্থিক সহযোগিতায় এগিয়ে আসছে বিভিন্ন আন্তর্জাতিক পর্যায়ের সরকারি-বেসরকারি সাহায্য সংস্থা।

আন্তর্জাতিক সংগঠনের ধারণা

আন্তর্জাতিক পর্যায়ে পারস্পরিক সমঝোতা ও সহযোগিতার ভিত্তিতে সমাজকল্যাণ কার্যক্রম প্রণয়ন, উন্নয়ন ও প্রসারে নিয়োজিত সরকারি-বেসরকারি সংস্থার কার্যক্রমকে আন্তর্জাতিক সমাজকল্যাণ বলা হয়। আর্থিক ও কারিগরি সাহায্য দ্বারা দরিদ্র দেশগুলোর মানবিক এবং বস্তুগত সম্পদের সম্ভাব্য সর্বোচ্চ ব্যবহারের মাধ্যমে দরিদ্র জনগোষ্ঠীর সার্বিক উন্নয়ন ও কল্যাণ আনয়নে সহযোগিতা দান আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলোর মূল লক্ষ্য। সমাজকল্যাণে আন্তর্জাতিক সংস্থার উদাহরণ হলো জাতিসংঘ শিশু তহবিল (UNICEF), আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা (ILO), রেডক্রস এবং রেডিক্রিসেন্ট সোসাইটি।

আন্তর্জাতিক সংগঠনের ধারণা

আন্তর্জাতিক উন্নয়ন সংগঠনগুলোর গঠন প্রকৃতি, কাঠামো এবং কর্মপরিধির পরিপ্রেক্ষিতে এগুলোকে নিচের চার শ্রেণীতে ভাগ করা যায়।

আন্তর্জাতিক বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন সরকারি সংস্থা (Government Agencies of International Character): এ জাতীয় আন্তর্জাতিক সমাজকল্যাণ সংগঠনের উদাহরণ হলো জাতিসংঘ, বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থা, ইউনেস্কো, আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা, কলম্বো পরিকল্পনা ইত্যাদি।

বেসরকারি আন্তর্জাতিক উন্নয়ন সংস্থা (Non Government International Organizations) : এ জাতীয় সমাজকল্যাণ সংগঠনের উদাহরণ হলো, আন্তর্জাতিক সমাজকর্ম সম্মেলন (International Conference of Social Work-WMCA), আন্তর্জাতিক রেডক্রস (International Red Cross and Red Cresent), বিশ্ব খ্রিস্টান যুব মহিলা এসোসিয়েশন (World Young Women Christian Association-YWCA), আন্তর্জাতিক সমাজসেবা (International Social Service), আন্তর্জাতিক রেসকিউ কমিটি (International Rescue Committee) ইত্যাদি।

আন্তর্জাতিক সংগঠনের ধারণা

আন্তর্জাতিক পর্যায়ে অন্যদেশে কর্মরত জাতীয় সরকারি উন্নয়ন সংস্থা (National Government Agencies Extending their work to Other Countries) : এসব সংস্থার উদাহরণ হলো- যুক্তরাষ্ট্রের আন্তর্জাতিক সহযোগিতা প্রশাসন (US, ICA), কানাডিয়ান উন্নয়ন সংস্থা (CIDA), কেয়ার (Co-operative for American Relief Everywhere) |

আন্তর্জাতিক পর্যায়ে কর্মরত জাতীয় বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থা (National Non-government Agencies) : এ জাতীয় আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলোর উদাহরণ হলো ব্র্যাক বাংলাদেশ, ড্যানিশ রেডক্রস সংস্থা, সুইডিস রেডক্রস সংস্থা, আমেরিকান ফ্রেন্ডস সার্ভিস কমিটি, চার্চ ওয়ার্ল্ড সার্ভিস, ক্যাথলিক কমিউনিটি সার্ভিস কাউন্সিল ইত্যাদি।

বাংলাদেশে কর্মরত কয়েকটি আন্তর্জাতিক সংস্থার উন্নয়ন কার্যক্রম সংক্ষেপে আলোচনা করা হলো।

THANK YOU

HSC
একাডেমিক কোর্স

সমাজকর্ম ২য় পত্র

অধ্যায়ঃ ০৮ – বাংলাদেশে আন্তর্জাতিক সংস্থার সমাজ উন্নয়ন কার্যক্রম

টপিক – ০২ সেভ দ্যা চিলড্রেন

টপিক ০২: আন্তর্জাতিক সংগঠনের ধারণা

This Topic is important for

MCQ	সৃজনশীল
	ক খ
	গ ঘ

সেভ দ্যা চিলড্রেন

যুক্তরাজ্যে ১৯১৯ সালে সমাজসেবী ইগলেনটাইন জেব এবং তাঁর বোন সেভ দ্য চিলড্রেন প্রতিষ্ঠা করেন। এ সময় প্রথম বিশ্বযুদ্ধের প্রভাব এবং রাশিয়ার বিপ্লবের পর ইউরোপে অর্থনৈতিক মন্দাভাব চলছিল। বিশ্বব্যাপী সেভ দ্যা চিলড্রেন আন্দোলনের অংশ হিসেবে বিশ্বের বিভিন্ন দেশে সেভ দ্যা চিলড্রেন সংস্থা গড়ে উঠে। বর্তমানে সেভ দ্যা চিলড্রেন এলায়েন্স বা জোট হিসেবে শিশু কল্যাণে নিয়োজিত। বিশ্বব্যাপী সেভ দ্যা চিলড্রেন এলায়েন্স এর সদস্য প্রায় ৩০টি। সেভ দ্য চিলড্রেন সংস্থা পৃথিবীর ১২০টি দেশের শিশুদের শিক্ষা, স্বাস্থ্য, শিশু সংরক্ষণ এবং দুর্যোগকালীন জরুরী ত্রাণ কার্যক্রম পরিচালনা করছে। ২০১২ সালের তথ্যানুযায়ী সেভ দ্যা চিলড্রেন সারা বিশ্বে ১২৫ মিলিয়ন শিশুকে সাহায্য করেছে।

সেভ দ্যা চিলড্রেন

সেভ দ্যা চিলড্রেনের উদ্দেশ্য

Save the Children's Objectives

সেভ দ্যা চিলড্রেন এ সংস্থার মূল লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য হলো শিশুদের সামগ্রিক কল্যাণে সহায়তা প্রদান। নিরাপদ ও সুস্থ পারিবারিক পরিবেশে শিশুদের বেড়ে উঠা এবং শিশু ও নারী অধিকার রক্ষায় লক্ষ্য নিয়ে সেভদ্যা চিলড্রেন এলায়েন্সের সদস্যরা কাজ করে। শিশুদের দৈহিক, মানসিক, সামাজিক এবং বুদ্ধিবৃত্তিক উন্নয়নে বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে থাকে। শিশুদের সর্বোচ্চ কল্যাণ সাধনে সেভ দ্যা চিলড্রেন নিয়োজিত। শিশুদের বিভিন্ন সমস্যার উপর গবেষণা পরিচালনা করা এ সংস্থার গুরুত্বপূর্ণ লক্ষ্য। শিশুদের মানসম্মত শিক্ষা ও স্বাস্থ্যসেবা প্রদান এ সংস্থার লক্ষ্যের অন্তর্ভুক্ত।

সেভ দ্যা চিলড্রেন এর উদ্দেশ্য- শিশু সুরক্ষা (Child protection), শিশুর বাঁচায় সাহায্য প্রদান (Child survival), শিশু শিক্ষা (Education), শিশুর প্রয়োজনে জরুরী সাড়াদান (Emergency response), স্বাস্থ্য ও পুষ্টি (Health and nutrition), এইচআইভি/এইডস (HIV/AIDS) এবং ক্ষুধা ও অর্থ উপার্জনের উপায় (Hunger and livelihood) ।

সেভ দ্যা চিলড্রেন

বাংলাদেশে সেভ দ্যা চিলড্রেন এর কার্যক্রম

Save the Children's Activities in Bangladesh

সেভ দ্যা চিলড্রেন (যুক্তরাজ্য) ১৯৭০ সাল থেকে বাংলাদেশে কাজ করছে এবং এর শুরু হয়েছিল ভোলা জেলায় প্রলয়ঙ্করী ঘূর্ণিঝড়ের পর ক্ষতিগ্রস্তদের মধ্যে ত্রাণসামগ্রী বিতরণের মাধ্যমে। সংস্থাটি ১৯৭১ সালে বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় কলকাতা শহরের উপকন্ঠের শরণার্থী শিবিরগুলোতে একটি মেডিক্যাল টিম পাঠায়। শরণার্থীরা স্বাধীন বাংলাদেশে প্রত্যাবর্তনের পর এটি তাদের জন্য জরুরি খাদ্য সাহায্য এবং চিকিৎসা কেন্দ্রেরও ব্যবস্থা করেছিল। দুঃস্থদের সাহায্য সহযোগিতা প্রদানের এসব কার্যক্রম পরবর্তী সময়ে উন্নয়ন কার্যক্রমের আওতায় চলে আসে। সংস্থাটি বর্তমানে অন্যান্য কয়েকটি সংস্থার সাহায্যে জনগণের আর্থিক উন্নয়নের প্রতি গুরুত্বারোপ করেছে।

বাংলাদেশে আন্তর্জাতিক সেভ দ্য চিলড্রেন জোটের পাঁচটি সদস্য রয়েছে, যারা নিজেদের মধ্যে সাহায্য সহযোগিতার মাধ্যমে শিশুদের সর্বোচ্চ কল্যাণ সাধনে নিবেদিত। সেভ দ্যা চিলড্রেন আঞ্চলিকভাবে দক্ষিণ ও মধ্য এশিয়ার বিভিন্ন দেশ, যেমন- চীন, ভারত, বাংলাদেশ, নেপাল, ভুটান, শ্রীলঙ্কা, আফগানিস্তান, ইন্দোনেশিয়া, মিয়ানমার, পাকিস্তান, ভিয়েতনাম, ফিলিপাইন, কিরগিজস্তান, তাজিকিস্তান এবং উজবেকিস্তানে কাজ করে।

সেভ দ্যা চিলড্রেন

সেভ দ্যা চিলড্রেন-এর গবেষণা কার্যক্রম

নিরবচ্ছিন্ন উন্নত গবেষণামূলক কর্মকাণ্ড সংস্থাটির কার্যক্রমকে সমৃদ্ধ করেছে। এসব গবেষণার ফলাফল নিয়ে সরকার, দাতাগোষ্ঠী, বেসরকারি সংস্থা এবং সুশীল সমাজের সাথে মত বিনিময়ের ফলে সমাজের প্রয়োজনীয় পরিবর্তন সংগঠনে সুবিধা হচ্ছে। এছাড়া আঞ্চলিক সহযোগিতার ভিত্তিতে বিভিন্ন গবেষণা পরিচালনাতেও সংস্থাটি কার্যকর ভূমিকা রাখে। বিভিন্ন শিশু সংগঠনের সাথে যৌথভাবে গবেষণা ও উন্নয়মূলক কার্যক্রম পরিচালনার মাধ্যমে এটি শক্তভিত্তির সহযোগী সংস্থা গঠনের আন্তরিকতার সাথে কাজ করে আসছে। এর ফলে শিশুরা বিভিন্ন সমস্যা কীভাবে অনুধাবন করে এবং তাদের চোখে সেগুলির সম্ভাব্য সমাধান কী তা বোঝা সহজ হয়েছে।

সেভ দ্যা চিলড্রেন

সেভ দ্য চিলড্রেন বাংলাদেশে গবেষণা কার্যক্রমে ৪টি কৌশলগত ক্ষেত্রকে সুনির্দিষ্ট করেছে। এগুলোহচ্ছে-

দরিদ্র্য ও কর্মজীবী শিশু সম্পর্কিত গবেষণা: দারিদ্র্য বিমোচন ও ঝুঁকিপূর্ণ কাজে নিয়োজিত শিশুদেরনিয়ে সংস্থাটির বিভিন্ন গবেষণা পরিচালনার পরিকল্পনা আছে। চরম দারিদ্র্যের মধ্যে যারা বাস করে তাদের ওপর পরিচালিত বিভিন্ন গবেষণা কাজেও সংস্থাটির জড়িত থাকার পরিকল্পনা রয়েছে;

বিচার ও শিশু সংশ্লিষ্ট সন্ত্রাসবিষয়ক গবেষণা: এই প্রোগ্রামটির উদ্দেশ্য হচ্ছে শিশুদের অধিকার কেনলঙ্ঘিত হয়, শিশুরা কেন সন্ত্রাসের শিকার হয়, তার কারণ অনুসন্ধান করা এবং তাদের প্রতি সুবিচার নিশ্চিত করা;

স্বাস্থ্য অনুসন্ধান ও পুষ্টিসংক্রান্ত গবেষণা: এ প্রোগ্রামটির মূল লক্ষ্য হচ্ছে দরিদ্র মানুষ, বিশেষ করে শিশুরা যাতে উন্নততর স্বাস্থ্যসেবা পায় তা নিশ্চিত করা;

মানসম্পন্ন মৌলিক শিক্ষা প্রসঙ্গ গবেষণা: সকল শিশুর জন্য মানসম্পন্ন মৌলিক শিক্ষা নিশ্চিত করা হচ্ছে এ প্রোগ্রামের লক্ষ্য। সংস্থাটি এ লক্ষ্য অর্জনের পাশাপাশি সার্বিকভাবে দেশের সম্পদ ব্যবস্থাপনা উন্নত করার লক্ষ্যেও কাজ করে যাচ্ছে।

সেভ দ্যা চিলড্রেন

সেভ দ্যা চিলড্রেন এর কার্যক্রমে সমাজকর্ম পদ্ধতির প্রয়োগ

Practice of Social Work Methods in Save The Children's Activities

সেভ দ্যা চিলড্রেন এর গুরুত্বপূর্ণ কার্যক্রম হলো অব্যাহত গবেষণা। শিশুকল্যাণের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সমস্যা এবং সেগুলোর সমাধানে বাস্তবায়িত কার্যক্রমের প্রভাব ইত্যাদি বিষয়ে এ সংস্থা ধারাবাহিকভাবে গবেষণা পরিচালনা করে যাচ্ছে। সেভ দ্যা চিলড্রেন পরিচালিত গবেষণা কার্যক্রমে সমাজকর্মের সহায়ক পদ্ধতি সমাজকর্ম গবেষণা কৌশল প্রয়োগের সুযোগ রয়েছে। সমাজকর্মীরা এই সংস্থার শিশুকল্যাণ সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন গবেষণায় সমাজকর্ম জ্ঞান ও দক্ষতা প্রয়োগ করে কার্যকর গবেষণা পরিচালনায় সহায়তা করতে পারেন।

এছাড়া সেভ দ্যা চিলড্রেন সংস্থার ব্যবস্থাপনা উন্নয়নে সমাজকল্যাণ প্রশাসনের জ্ঞান ও দক্ষতা প্রয়োগের সুযোগ রয়েছে।

THANK YOU

HSC
একাডেমিক কোর্স

সমাজকর্ম ২য় পত্র

অধ্যায়ঃ ০৮ – বাংলাদেশে আন্তর্জাতিক সংস্থার সমাজ উন্নয়ন কার্যক্রম

টপিক – ০৩ ওয়ার্ল্ড ভিশন বাংলাদেশ

টপিক ০৩: ওয়ার্ল্ড ভিশন বাংলাদেশ

This Topic is important for

MCQ	সৃজনশীল
	ক খ
	গ ঘ

ওয়ার্ল্ড ভিশন বাংলাদেশ

বাংলাদেশে কর্মরত আন্তর্জাতিক উন্নয়ন সংস্থাগুলোর মধ্যে ওয়ার্ল্ড ভিশন অন্যতম। খ্রীস্টান ধর্মীয় ভাবাদর্শে পরিচালিত এ সংস্থা আন্তর্জাতিক পর্যায়ে ত্রাণ ও উন্নয়ন কর্মকান্ড পরিচালনা করে। ১৯৫০ সালে অনাথ শিশুদের পরিচর্যার মধ্য দিয়ে ওয়ার্ল্ড ভিশনের যাত্রা শুরু। সময়ের পরিবর্তনে সংস্থাটি জনসমষ্টি উন্নয়ন কার্যক্রম পরিচালনায় নিয়োজিত হয়।

বাংলাদেশে সাবেক পাকিস্তান আমলে ১৯৭০ সালে উপকূলীয় অঞ্চলে ভয়াবহ জলোচ্ছ্বাসের শিকার দুর্গতদের ত্রাণ সাহায্য দেয়ার মধ্য দিয়ে ওয়ার্ল্ড ভিশন সেবামূলক কর্মকান্ড শুরু করে। ১৯৭১ সালে আন্তর্জাতিক ওয়ার্ল্ড ভিশনের উদ্যোগে ভারতের ওয়ার্ল্ড ভিশনের সহায়তায় স্বাধীনতা সংগ্রামের কারণে আগত বাংলাদেশী উদ্বাস্তু ক্যাম্পে এ সংস্থা ত্রাণকার্য পরিচালনা করে। বাংলাদেশ স্বাধীন হবার পর ১৯৭২ সালে যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশের পুনর্গঠনে বৃহত্তর ময়মনসিংহ জেলায় ওয়ার্ল্ড ভিশন সর্বপ্রথম কাজ শুরু করে। এ সংস্থাটি দেশের বৃহৎ এলাকার উন্নয়ন কর্মসূচির সাথে জড়িত।

ওয়ার্ল্ড ভিশন বাংলাদেশ

ওয়ার্ল্ড ভিশনের উদ্দেশ্য

World Vision's Objectives

দারিদ্র্য বিমোচনের লক্ষ্যে ওয়ার্ল্ড ভিশন কাজ করে যাচ্ছে। ওয়ার্ল্ড ভিশনের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য হলো দরিদ্র শ্রেণির শিশু পরিচর্যা, দারিদ্র্য বিমোচন, স্বাস্থ্যসেবা, অর্থনৈতিক উন্নয়ন, ত্রাণ ও পুনর্বাসন, নারী ক্ষমতায়ন, পরিবেশ সংরক্ষণ এবং মানবীয় চাহিদার বিভিন্ন দিক পূরণে সহায়তা প্রদান।

বাংলাদেশে ওয়ার্ল্ড ভিশনের মূখ্যসেবা শিশুকল্যাণ কেন্দ্রিক। এ সম্পর্কে সংস্থাটির বক্তব্য হলো- ওয়ার্ল্ড ভিশন বাংলাদেশে সহযোগিদের মাধ্যমে কাজ করে, যাতে শিশুদের উন্নত পুষ্টি, স্বাস্থ্য ও শিক্ষার সুযোগ নিশ্চিত হয়। যেসব শিশু বিপজ্জনক অবস্থা ও পরিবেশে বসবাস করে (যেমন রাস্তায় বসবাসরত পথশিশু ঝুঁকিপূর্ণ শিশুশ্রমে নিয়োজিত, বঞ্চনার শিকার শিশু, স্কুলে উপস্থিত হতে অক্ষম শিশু) সেসব শিশুদের জন্য দারিদ্র্য অপ্রতিরোধ্য বা অবশ্যম্ভাবী কোন বিষয় নয়। - এ আশার বানী নিয়ে আসে ওয়ার্ল্ড ভিশন।

ওয়ার্ল্ড ভিশন বাংলাদেশ

বাংলাদেশে ওয়ার্ল্ড ভিশনের কার্যক্রম

World Vision's Activities in Bangladesh

বাংলাদেশে ওয়ার্ল্ড ভিশন জনসমষ্টির সামগ্রিক উন্নয়নে এলাকাভিত্তিক উন্নয়ন কর্মসূচি (Area Development Programms-ADP) পরিচালনা করে। এ ধরনের কর্মসূচি নির্দিষ্ট ভৌগোলিক এলাকায় বসবাসকারীদের লক্ষ্যভুক্ত জনসমষ্টি হিসেবে গ্রহণ করে। ওয়ার্ল্ড ভিশন এনজিও হিসেবে নিবন্ধনের শর্ত হিসেবে যেসব কর্মক্ষেত্রের উল্লেখ রয়েছে, সেগুলোর মধ্যে শিক্ষা, প্রশিক্ষণ, উপার্জনশীল কার্যক্রম, স্বাস্থ্য, দক্ষতা উন্নয়ন, সামাজিক উন্নয়ন, কৃষি মৎস্য ইত্যাদি প্রধান।

বাংলাদেশে ওয়ার্ল্ড ভিশনের উল্লেখযোগ্য কার্যক্রমের সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেয়া হলো-

১. শিশু পরিচর্যামূলক কার্যক্রম: ১৯৭৩ সালে বাংলাদশে ওয়ার্ল্ড ভিশন আনুষ্ঠানিকভাবে কার্যক্রম শুরু করার পর থেকে এ সংস্থা আলোচ্য শিশু পরিচর্যামূলক কার্যক্রম শুরু করে। এ কর্মসূচিতে এলাকা উন্নয়ন কর্মসূচির আওতায় দরিদ্র শিশুরা খাদ্য, স্বাস্থ্য, শিক্ষা ও পিতামাতার আয় উপার্জনের ক্ষেত্রে সহায়তা ও সমর্থন পায়।

২. লিঙ্গ সমতা : ওয়ার্ল্ড ভিশন উন্নয়নে নারী পুরুষের সমঅংশগ্রহণকে গুরুত্বপূর্ণ বিবেচনা করে। এজন্য লিঙ্গ সমতাভিত্তিক এলাকা উন্নয়ন কর্মসূচি গ্রহণ করে। এসব কার্যক্রমের মধ্যে রয়েছে- নারী ঋণসুবিধা ও সঞ্চয় এবং ব্যবস্থাপনা ও নেতৃত্ব বিষয়ে সদস্যদের উন্নয়নের জন্য প্রশিক্ষণ। নারী ঋণ সুবিধার আওতায় দরিদ্রদের দলগতভাবে সংগঠিত করে উন্নয়ন দল গঠনে ঋণ প্রদান ও সঞ্চয়ে উদ্বুদ্ধ করা হয়। অন্যদিকে দলের সদস্যদের উন্নয়নে ব্যবস্থাপনা ও নেতৃত্ব বিকাশমূলক বিভিন্ন প্রশিক্ষণ কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়। এসব প্রশিক্ষণের মধ্যে নারী ক্ষমতায়ন সংশ্লিষ্ট কার্যক্রম অন্তর্ভুক্ত।

৩. শিক্ষামূলক কার্যক্রম: "পরিবর্তনে এবং উন্নয়নে শিক্ষা" আন্দোলনকে ভিত্তি করে ওয়ার্ল্ড ভিশন এলাকা উন্নয়ন কর্মসূচিতে বেশ কয়েক ধরনের সহায়তা প্রদানমূলক শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনা করে। উল্লেখযোগ্য শিক্ষা কার্যক্রমগুলো হলো-

ওয়ার্ল্ড ভিশন বাংলাদেশ

শিক্ষা সহায়তা: এরূপ শিক্ষা সহায়তা কার্যক্রমের আওতায় এলাকায় বিভিন্ন শ্রেণিতে অধ্যয়নরত শিক্ষার্থীদের মধ্যে নগদ অর্থ ও শিক্ষা সহায়তা দেয়া হয়।

শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে সহায়তা: এ কর্মসূচির আওতায় নতুন স্কুল ভবন নির্মাণ, পুরাতন ভবনের অবকাঠামোগত উন্নয়ন এবং শিক্ষা উপকরণাদি সংস্কারের ব্যবস্থা নেয়া হয়।

শিক্ষার্থীদের জন্য কোচিং: এ কর্মসূচির আওতাধীন জনসমষ্টিতে শিক্ষার্থীদের বিদ্যালয়ে পড়ালেখা ও সামাজিক শিক্ষার জন্য কোচিংয়ের ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে।

প্রাক-শৈশব শিক্ষা কর্মসূচি: ওয়ার্ল্ড ভিশন নিজ কর্মসূচি এলাকায় ৪-৬ বছর বয়সী শিশুদের জন্য এ কার্যক্রম বাস্তবায়ন করেছে।

ওয়ার্ল্ড ভিশন বাংলাদেশ

৪. স্বাস্থ্যসেবা কর্মসূচি : ওয়ার্ল্ড ভিশন বাংলাদেশে এলাকা উন্নয়ন কর্মসূচির মাধ্যমে জনসমষ্টিতে প্রতিষেধক ও নিরাময়মূলক স্বাস্থ্যসেবা প্রদানে নিয়োজিত আছে।

প্রতিরোধমূলক স্বাস্থ্যসেবা: ওয়ার্ল্ড ভিশন জনসমষ্টিতে স্বাস্থ্যকর পরিবেশ গড়ে তুলতে এবং তা রক্ষা করতে বিভিন্ন ধরনের প্রতিরোধমূলক কর্মকান্ড পরিচালনা করে।

নিবারণমূলক স্বাস্থ্যসেবা: ওয়ার্ল্ড ভিশন নিবারণমূলক স্বাস্থ্যসেবায় কর্মসূচি এলাকায় বিভিন্ন স্বাস্থ্য সেবা সুবিধার ব্যবস্থা করেছে। এতে শিশু ও তাদের পরিবার চিকিৎসা সেবা পায়।

এইচআইভি / এইডস : এইচআইভি / এইডস এখন বিশ্বব্যাপী এক মরণ ব্যাধি। বাংলাদেশও এ সমস্যা থেকে মুক্ত নয়। ওয়ার্ল্ড ভিশন এ সমস্যা মোকাবেলায় কক্সবাজার প্রকল্প, খুলনা প্রকল্প ও জীবন আলো প্রকল্প (মংলা) প্রতিরোধমূলক বিশেষ প্রকল্প গ্রহণ করেছে।

৫. কৃষি : ওয়ার্ল্ড ভিশন বাংলাদেশে কৃষি ক্ষেত্রে সহায়তার জন্য বিভিন্ন কার্যক্রম গ্রহণ করেছে। এগুলো হলো- কৃষি উন্নয়ন প্রশিক্ষণ, প্রদর্শন, খামার কেন্দ্র উন্নয়ন প্রশিক্ষণ, পশু স্বাস্থ্য পরিচর্যা সেবা এবং কৃষি উপকরণ সরবরাহ ইত্যাদি।

ওয়ার্ল্ড ভিশন বাংলাদেশ

৬. খাদ্য নিরাপত্তা জোরদারকরণ উদ্যোগ: বাংলাদেশে খাদ্য নিরাপত্তা জোরদারকরণকে ওয়ার্ল্ড ভিশন সবসময় গুরুত্ব দিয়ে আসছে। এ লক্ষ্যে সরকার ও USAID-এর অর্থানুকূল্যে ওয়ার্ল্ড ভিশন ২০০০-২০০৫ সময়ের একটি পঞ্চবার্ষিক কার্যক্রম গ্রহণ করে। এতে জনসমষ্টির দুঃস্থ, পুষ্টিহীন ও প্রাকৃতিক দুর্যোগ কবলিত এলাকার দুর্গত জনগণ খাদ্য সেবা সহায়তা পেয়ে থাকে।

৭. দুর্যোগ মোকাবিলার প্রস্তুতি ও ত্রাণ: বাংলাদেশে বন্যা, ঘূর্ণিঝড় ও জলোচ্ছ্বাস ইত্যাদি ধরনের দুর্যোগে ওয়ার্ল্ড ভিশন কার্যকর সহায়তা প্রদানে সচেষ্ট। এ লক্ষ্যে সংস্থাটি স্বেচ্ছাসেবীদের প্রশিক্ষণ দেয় এবং দুর্যোগের সময় প্রয়োজন মতো ত্রাণ সামগ্রী বিতরণের ব্যবস্থা নেয়।

৮. ঘূর্ণায়মান ঋণের মাধ্যমে দারিদ্র্য বিমোচন: বাংলাদেশে ওয়ার্ল্ড ভিশন দারিদ্র্য বিমোচন ও আয় সৃষ্টির ক্ষেত্রে ঘূর্ণায়মান ঋণকে সর্বাধিক শক্তিশালী পন্থা হিসাবে বিবেচনা করে। ওয়ার্ল্ড ভিশন এলাকা উন্নয়ন কর্মসূচির আওতায় গঠিত উন্নয়ন দলের মধ্যে এরূপ ঋণ সহায়তা দিয়ে থাকে।

ওয়ার্ল্ড ভিশন বাংলাদেশ

৯. অসুবিধাগ্রস্ত শিশুদের জন্য কর্মসূচি : দরিদ্র-অনাথ ও পথ শিশুদের সহায়তার জন্য এ কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়। ১৯৯৮ সালে বগুড়ায় এ কর্মসূচিটি চালু করা হয়। এ কর্মসূচির মাধ্যমে শিশুদের আনুষ্ঠানিক শিক্ষা সহায়তাসহ আয় উপার্জনের দক্ষতা অর্জনের প্রশিক্ষণ দেয়া হয়।

১০. কিশোর অপরাধ সংশোধন প্রকল্প: বাংলাদেশ অবসর প্রাপ্ত পুলিশ অফিসার কর্মকর্তা সমিতির মাধ্যমে পরিচালিত কিশোর অপরাধ সংশোধন প্রকল্পে ওয়ার্ল্ড ভিশন সহায়তা করে। এ কর্মসূচির আওতায় দশ হাজার পুলিশ কর্তকর্তা সেমিনার, ওয়ার্কশপ ও শিশু অধিকার বিষয়ক আলোচনায় অংশ নিয়েছেন। এ প্রকল্পের মাধ্যমে ছ'হাজার কিশোর অপরাধী সমাজকল্যাণ কর্মকর্তার মাধ্যমে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে উপকৃত হয়েছে। কিশোর অপরাধ সংশোধন কর্মসূচির মাধ্যমে কিশোর অপরাধীদের জন্য এডভোকেসী, সচেতনতা ও উদ্বুদ্ধকরণ এবং স্বাস্থ্যপরিচর্যা সেবা প্রদান করা হয়।

ওয়ার্ল্ড ভিশন কার্যক্রমে সমাজকর্ম পদ্ধতির প্রয়োগ

Practice of Social Work Method in World Vision Activities

ওয়ার্ল্ড ভিশন সমষ্টি উন্নয়ন কার্যক্রম পরিচালনা করে। সমাজকর্মের মৌলিক পদ্ধতি সমষ্টি সমাজকর্মের (Community Social Work) বিশেষ প্রক্রিয়া সমষ্টি উন্নয়নের (Community Development) জ্ঞান, দক্ষতা ও কৌশল প্রয়োগ করা যায়। জনসমষ্টি উন্নয়নের গুরুত্বপূর্ণ মডেল হলো স্থানীয় উন্নয়ন মডেল এবং সামাজিক পরিকল্পনা মডেল। ওয়াল্ড ভিশনের কার্যক্রমে এ দুটি মডেল প্রয়োগ করার সুযোগ রয়েছে।

ওয়ার্ল্ড ভিশন লিঙ্গ সমতার জন্য ঋণ সহায়তার আওতায় দরিদ্র নারীদের সংগঠিত করে উন্নয়ন দল গঠনের মাধ্যমে সাহায্য প্রদান করে। দরিদ্র নারীদের উন্নয়ন দল গঠন কার্যক্রমে সমাজকর্মের মৌলিক পদ্ধতি দল সমাজকর্ম (Social Group Work) পদ্ধতি প্রয়োগ করে কার্যকর উন্নয়নে দল গঠনে সহায়তা করা যায়।

ওয়ার্ল্ড ভিশনের কিশোর অপরাধ সংশোধন প্রকল্পে ব্যক্তি সমাজকর্ম পদ্ধতি (Social Case Work) প্রয়োগের সুযোগ রয়েছে। ব্যক্তি সমাজকর্ম পদ্ধতির বিভিন্ন কৌশল যেমন মনোঃসামাজিক অনুধ্যান, সমস্যা নির্ণয়, সাক্ষাৎকার ইত্যাদি প্রয়োগ করে কিশোর অপরাধ সংশোধন প্রকল্পে সহায়তা করা যায়।

THANK YOU

HSC
একাডেমিক কোর্স

সমাজকর্ম ২য় পত্র

অধ্যায়ঃ ০৮ – বাংলাদেশে আন্তর্জাতিক সংস্থার সমাজ উন্নয়ন কার্যক্রম

টপিক – ০৪ বাংলাদেশ রেডক্রিসেন্ট সোসাইটি

টপিক ০৪: বাংলাদেশ রেডক্রিসেন্ট সোসাইটি

This Topic is important for

MCQ	সৃজনশীল
	ক খ
	গ ঘ

বাংলাদেশ রেডক্রিসেন্ট সোসাইটি

রেডক্রিসেন্ট হলো আন্তর্জাতিক রেডক্রস অনুমোদিত মুসলিম বিশ্বে ত্রাণ ও মানবিক সাহায্য পরিচালনাকারী একটি বেসরকারি প্রতিষ্ঠান। বিশ্বমানবতার সেবায় নিয়োজিত রেডক্রসের ইতিহাসের মধ্যে রেডক্রিসেন্টের উৎস নিহিত। সুতরাং বাংলাদেশ রেডক্রিসেন্ট সোসাইটি সম্পর্কে আলোচনার প্রেক্ষাপট হিসেবে রেডক্রসের পটভূমি আলোচনা করা প্রয়োজন।

বাংলাদেশ রেডক্রিসেন্ট সোসাইটি

রেডক্রসের পটভূমি

Background of Redcross

রেডক্রস হলো আন্তর্জাতিক সংগঠন এবং বিশ্বের একশতের অধিক স্বায়ত্বশাসিত জাতীয় রেডক্রস সোসাইটির সমন্বয়ে গঠিত একটি ফেডারেশন। রেডক্রস মানবীয় দুর্যোগ হ্রাস, জনস্বাস্থ্যের উন্নয়ন ও মানবাধিকার নিয়ে বিশ্বব্যাপী কাজ করছে।

রেডক্রসের প্রতিষ্ঠাতা হলেন জীন হ্যানরী ডুন্যান্ট (Jean Henri Dunant)। ১৮৫৯ সালের ২৪ জুন ইতালীর সলফ্যারিনো নামক গ্রামে ফ্রান্স ও অস্ট্রিয়ার মধ্যে সংঘটিত যুদ্ধের ভয়াবহ অভিজ্ঞতা হ্যানরী ডুন্যান্টকে রেডক্রস সোসাইটি প্রতিষ্ঠার অনুপ্রেরণা যোগায়। সলফ্যারিনো (Solferino) যুদ্ধের ভয়াবহ এবং বিভীষিকাময় স্মৃতি নিয়ে ডুন্যান্ট "A Memory of Solferino" শিরোনামে একটি বই রচনা করে বিশ্ববিবেকের নিকট যুদ্ধাহত মানবতার সেবায় একটি সংস্থা গঠনের আহবান জানান। তাঁর আহবানের পরিপ্রেক্ষিতে ১৮৬৩ সালের ২৬ অক্টোবর ১৬টি দেশের প্রতিনিধিদের নিয়ে সুইজারল্যান্ডের জেনেভায় এক আন্তর্জাতিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত জেনেভা সম্মেলনে বিশ্বব্যাপী আর্তমানবতার সেবায় নিয়োজিত আন্তর্জাতিক রেডক্রস গঠিত হয়। আর এর প্রতীক সুইজারল্যান্ডের জাতীয় পতাকার ভিত্তিতে নির্ধারণ করা হয়। লীগ অব রেডক্রস সোসাইটিজ ১৯১৯ সালে ৬০টির মতো জাতীয় রেডক্রস সোসাইটির সমন্বয়ে গঠিত হয়। যুদ্ধে লিপ্ত দেশগুলোর মধ্যে নিরপেক্ষ মধ্যস্থতাকারীর ভূমিকা পালন করে আন্তর্জাতিক রেডক্রস।

বাংলাদেশ রেডক্রিসেন্ট সোসাইটি

রেডক্রসের মূলনীতি

Basic Principles of Redcross

আন্তর্জাতিক রেডক্রস সোসাইটি প্রাকৃতিক ও রাজনৈতিক কারণে সৃষ্ট দুর্যোগের শিকার দুর্গত মানবতার সেবায় যে সব নীতিসমূহ অনুসরণ করে সেগুলো হলো-

১. মানবতা (Humanity);
২. একতা (Unity);
৩. স্বাধীনতা (Independence);
৪. নিরপেক্ষতা (Neutrality);
৫. সর্বজনীনতা (Universality);
৬. স্বেচ্ছামূলক (Voluntary Character);
৭. পক্ষপাতহীনতা (Impartiality)।

বাংলাদেশ রেডক্রিসেন্ট সোসাইটি

রেডক্রস সোসাইটির উদ্দেশ্য

Objectives of Redcross

রেডক্রস সোসাইটির উদ্দেশ্য হলো, দুর্যোগ ও ত্রাণ কার্যক্রমের মধ্যে সমন্বয় সাধন, তহবিল গঠন, জরুরী ত্রাণকার্য পরিচালনা, প্রাকৃতিক বা মানবসৃষ্ট দুর্যোগের সময় ত্রাণ বিতরণ এবং ত্রাণকর্মীদের প্রশিক্ষণ দান। জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সকল শ্রেণীর দুর্গত মানুষের সেবায় রেডক্রস সোসাইটি নিয়োজিত।

রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটি গঠন

Established of the Redcrescent

রেডক্রিসেন্টের জন্ম প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পেক্ষাপটে। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় তুর্কী সুলতান খ্রিস্টানদের প্রতি বিরোধিতার প্রশ্নে রেডক্রসের পরিবর্তে রেডক্রিসেন্ট নাম ব্যবহার করতে থাকেন। রেডক্রিসেন্ট মূলত খ্রিস্টান এবং মুসলমানদের বৈরীতায় সৃষ্টি হয়। এরপর থেকে কতগুলো মুসলিম দেশ রেডক্রসের পরিবর্তে রেডক্রিসেন্ট নাম ব্যবহার করতে থাকে। এ নিয়ে তখন বিতর্ক উঠেছিল যে রেডক্রিসেন্ট শব্দটিই যথাযথ নয়। কারণ চাঁদ কখনো লাল হয় না। বর্তমানে মুসলিম দেশগুলোর বেশির ভাগ রেডক্রসের পরিবর্তে রেডক্রিসেন্ট নাম ব্যবহার করছে। আন্তর্জাতিক রেডক্রস সংস্থা কর্তৃক রেডক্রিসেন্ট অনুমোদিত।

বাংলাদেশ রেডক্রিসেন্ট সোসাইটি

বাংলাদেশে রেডক্রিসেন্ট সোসাইটির পটভূমি (সাবেক বাংলাদেশে রেডক্রস সোসাইটির পটভূমি)Background of Bangladesh Redcrescent

ভারতীয় উপমহাদেশ ভাগ হয়ে ১৯৪৭ সালে পাকিস্তান ও ভারত নামক দু'টি স্বাধীন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হয়। বাংলাদেশ তৎকালীন পাকিস্তানের একটি প্রদেশ হিসেবে পূর্ব পাকিস্তান নামে অন্তর্ভুক্ত হয়।

১৯৪৯ সালে তদানীন্তন পাকিস্তান রেডক্রস সোসাইটি গঠিত হয় এবং তৎকালীন পূর্ব-পাকিস্তানে (বর্তমান বাংলাদেশে) এর প্রাদেশিক শাখা গঠন করা হয়। ১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর তৎকালীন পূর্ব-পাকিস্তান রেডক্রস সোসাইটিকে বাংলাদেশ জাতীয় রেডক্রস সোসাইটিতে পরিণত করা হয়। ১৯৭১ সালে ২০ ডিসেম্বর সরকারি আদেশ বলে বাংলাদেশ সরকারের অনুমোদনের জন্য আবেদন জানানো হয়। সেই আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে ১৯৭২ সালের ৪ জানুয়ারি সরকারি আদেশ বলে বাংলাদেশ জাতীয় রেডক্রস সোসাইটি গঠিত হয়।

বাংলাদেশ রেডক্রিসেন্ট সোসাইটি

বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি ১৯৭৩ সালের ৩১ মার্চ রেডক্রস সোসাইটি আদেশ জারি করেন। বাংলাদেশ রেডক্রস সোসাইটি ১৯৭৩ সালের ২০ সেপ্টেম্বর লীগ অব রেডক্রস সোসাইটিজের পূর্ণাঙ্গ সদস্য পদ লাভ করে।

বাংলাদেশ সরকার ইসলামকে রাষ্ট্র ধর্ম হিসেবে ঘোষণা করার পর ১৯৮৮ সালের এপ্রিল মাসে রাষ্ট্রপতির অধ্যাদেশ বলে বাংলাদেশ রেডক্রস সোসাইটির নাম পরিবর্তন করে বাংলাদেশ রেডক্রিসেন্ট সোসাইটি রাখা হয়। রেডক্রিসেন্ট সোসাইটি বাংলাদেশে আন্তর্জাতিক রেডক্রসের অনুমোদিত সদস্য হিসেবে কাজ করছে।

বাংলাদেশ রেডক্রিসেন্ট সোসাইটি

রেডক্রিসেন্ট সোসাইটির কার্যক্রম

Activities of Redcrescent Society

বাংলাদেশে কর্মরত বেসরকারি সংস্থাগুলোর মধ্যে রেডক্রিসেন্ট সোসাইটি অন্যতম। যুদ্ধ বিধ্বস্ত এবং প্রাকৃতিক দুর্যোগে জর্জরিত বাংলাদেশের পুনর্গঠন ও দুঃস্থ মানবতার সেবায় রেডক্রিসেন্ট গতিশীল ভূমিকা পালন করে যাচ্ছে। ইন্টারন্যাশনাল ফেডারেশন অব রেডক্রস এ্যান্ড রেডক্রিসেন্ট সোসাইটিজ (IFRCS)-এর সহায়তায় বাংলাদেশ রেডক্রিসেন্ট সোসাইটি মানবসেবায় বহুমুখী কার্যক্রম বাস্তবায়ন করছে। রেডক্রিসেন্ট সোসাইটির কার্যক্রমের বিশেষ বৈশিষ্ট্য হলো প্রয়োজনের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে কর্মসূচি প্রণয়ন।

বৃহত্তর দৃষ্টিকোণ হতে বাংলাদেশ রেডক্রিসেন্ট সোসাইটির কার্যক্রমকে ত্রাণ ও পুনর্বাসন; স্বাস্থ্য ও প্রশিক্ষণ; দুর্যোগ প্রতিরোধ; কর্মী প্রশিক্ষণ এবং যুব রেডক্রিসেন্ট এ'কটি শ্রেণীতে ভাগ করা যায়।

বাংলাদেশ রেডক্রিসেন্ট সোসাইটি

ত্রাণ ও পুনর্বাসন কার্যক্রম

প্রাকৃতিক ও রাজনৈতিক কারণে সৃষ্ট দুর্যোগ মোকাবেলায় রেডক্রিসেন্ট নিচের ত্রাণ ও পুনর্বাসন কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকে।

জরুরি খাদ্য বিতরণ কর্মসূচি: প্রাকৃতিক ও মানব সৃষ্ট বিপর্যয়ের সময় দুর্গতদের মধ্যে জরুরি ভিত্তিতে খাদ্য বিতরণ এর অন্তর্ভুক্ত।

ন্যূনতম খাদ্য সংস্থান : দুঃস্থ, অসহায়, উদ্বাস্তু পরিবারের মধ্যে খাদ্য ও শিশু খাদ্য সাপ্তাহিক ভিত্তিতে বিতরণ এ কর্মসূচির লক্ষ্য।

জরুরি চিকিৎসা কর্মসূচি: সাতটি ভ্রাম্যমাণ চিকিৎসা ইউনিট এবং ৫০ শয্যা বিশিষ্ট ছ'টি ফিল্ড হাসপাতালের মাধ্যমে দুর্গতদের জরুরি চিকিৎসার লক্ষ্যে সোসাইটি এগুলো পরিচালনা করছে।

এতিম ও অসহায়দের পুনর্বাসন: ঢাকায় একটি রেডক্রিসেন্ট এতিমখানা এক্ষেত্রে নিয়োজিত রয়েছে।

গৃহনির্মাণ প্রকল্প : জলোচ্ছাস ও বন্যাকবলিত এলাকায় আশ্রয়হীনদের গৃহনির্মাণের লক্ষ্যে এ প্রকল্প কাজ করছে।

এছাড়া রেডক্রিসেন্ট সোসাইটি পার্বত্য জেলার শরণার্থী প্রত্যাবসনে এবং মায়ানমারের রোহিঙ্গা শরণার্থীদের ত্রাণ কার্যক্রমে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

বাংলাদেশ রেডক্রিসেন্ট সোসাইটি

দুর্যোগ প্রতিরোধ কার্যক্রম

প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবেলায় বাংলাদেশে রেডক্রিসেন্ট সোসাইটি নিচের কার্যক্রম বাস্তবায়ন করছে।

প্রাক-দুর্যোগ পাইলট প্রকল্প: ১৯৬৬ সালে উপকূলীয় লোকদের দুর্যোগের কবল থেকে রক্ষা করার জন্যে এ প্রকল্প গ্রহণ করা হয়। ১৯৭৯ সালে কক্সবাজারে দুর্যোগ সংকেত লাভের জন্য একটি রাডার কেন্দ্র স্থাপন করা হয়। এছাড়া ১৬ টি বেতার কেন্দ্র এ কাজে ব্যবহৃত হচ্ছে। রেডক্রিসন্টে এবং ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের যৌথ উদ্যোগে ২৪টি উপকূলীয় উপজেলায় কয়েক হাজার স্বেচ্ছাসেবক ঘূর্ণিঝড় প্রস্তুতি কার্যক্রমে নিয়োজিত রয়েছে।

দুর্যোগকালীন আশ্রয় কেন্দ্র: বাংলাদেশের উপকূল ও দ্বীপাঞ্চলের লোকদের জানমাল রক্ষার জন্য ৫০০টি আশ্রয় কেন্দ্রের প্রকল্প বাস্তবায়নের কাজ ১৯৮৬ সালে শুরু করে। প্রতিটি আশ্রয় কেন্দ্রে ৪০০ লোকের আশ্রয় ব্যবস্থা রয়েছে। স্বাভাবিক সময়ে এগুলো শিক্ষা, বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ এবং সমাজ উন্নয়ন কেন্দ্র হিসেবে ব্যবহৃত হয়।

অনুসন্ধান কার্যক্রম : প্রাকৃতিক দুর্যোগ, রাজনৈতিক বা অন্য কোন কারণে নিখোঁজ, বন্দী, দেশী-বিদেশীদের অনুসন্ধন, খোঁজ-খবর, যোগাযোগ এবং প্রত্যাবর্তনে সহায়তাদান এ কার্যক্রমের লক্ষ্য।

বাংলাদেশ রেডক্রিসেন্ট সোসাইটি

স্বাস্থ্য ও প্রশিক্ষণ কার্যক্রম

স্বাস্থ্য ও চিকিৎসা ক্ষেত্রে বাংলাদেশে রেডক্রিসেন্ট সোসাইটি ব্যাপক নিরাময় ও প্রতিরোধমূলক কার্যক্রম বাস্তবায়ন করছে। বাংলাদেশ রেডক্রিসেন্ট সোসাইটি পরিচালিত প্রাতিষ্ঠানিক স্বাস্থ্য কার্যক্রমের মধ্যে রয়েছে। ঢাকার হলি ফ্যামিলি রেডক্রিসেন্ট আধুনিক হাসপাতাল, মেডিক্যাল কলেজ এবং হাসপাতাল সংলগ্ন সেবিকা প্রশিক্ষণ কেন্দ্র।

শহর ও গ্রামভিত্তিক জেনারেল হাসপাতাল।

শহরভিত্তিক মা ও শিশুদের জন্য মাতৃসদন হাসপাতাল।

গ্রামীণ মা ও শিশুদের জন্য গ্রামীণ মাতৃসদন ও শিশুকল্যাণ কেন্দ্র।

বাংলাদেশ রেডক্রিসেন্ট সোসাইটি ও পরিবার পরিকল্পনা সোসাইটির যৌথ কর্মসূচির আওতায় ছ'টি মাতৃসদন হাসপাতাল এবং ৫৩টি মাতৃসদন কেন্দ্র, পরিবার পরিকল্পনা সেবা প্রদানে নিয়োজিত রয়েছে।

বাংলাদেশ রেডক্রিসেন্ট সোসাইটি

প্রাথমিক স্বাস্থ্য পরিচর্যা প্রকল্প: শহরের বস্তি এলাকার মা ও শিশুদের রোগ নিরাময় এবং প্রতিরোধ ব্যবস্থার জন্য প্রাথমিক স্বাস্থ্য পরিচর্যা প্রকল্প বাস্তবায়িত হচ্ছে।
রক্ত দান কর্মসূচি: বাংলাদেশ রেডক্রিসেন্ট সোসাইটির গুরুত্বপূর্ণ কর্মসূচি হচ্ছে দরিদ্র, অক্ষম ও মুমূর্ষু রোগীদের জীবন রক্ষায় রক্ত সরবরাহ করা। রেডক্রিসেন্ট সোসাইটি "রক্ত দিন জীবন বাচান" এ শ্লোগানের মাধ্যমে জনগণকে উদ্বুদ্ধ করে রক্ত সংগ্রহ অভিযান পরিচালনা করে।
অন্যান্য স্বাস্থ্য কর্মসূচির মধ্যে রয়েছে এম্বুলেন্স কর্মসূচি, ধাত্রী ও দাই প্রশিক্ষণ, চক্ষু সংগ্রহ এবং বিতরণ কর্মসূচি, অক্সিজেন সরবরাহ, চক্ষু শিবির ইত্যাদি।

যুব রেডক্রিসেন্ট কার্যক্রম
দেশের কিশোর ও যুব সমাজকে মানব সেবার আদর্শে উৎসাহিত করে দায়িত্বশীল নাগরিক হিসেবে গড়ে তোলার লক্ষ্যে ১৯৭৫ সাল থেকে এ কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়। প্রাথমিক, উচ্চ ও মহাবিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীদের নিয়ে যুব রেডক্রিসেন্ট গঠিত হয়।

বাংলাদেশ রেডক্রিসেন্ট সোসাইটি

প্রশিক্ষণ কার্যক্রম

সোসাইটির কর্মকর্তা, যুব রেডক্রিসেন্ট সদস্য, স্বেচ্ছাসেবক, ইউনিট কর্মকর্তা, সেবিকা, যুব সমাজ, স্বাস্থ্য কর্মীদের প্রশিক্ষণদানের লক্ষ্যে ক্যাম্প, প্রশিক্ষণ কোর্স ইত্যাদি ব্যবস্থা করা রেডক্রিসেন্টের প্রশিক্ষণ কার্যক্রমের অন্তর্ভুক্ত।

বাংলাদেশ রেডক্রিসেন্ট সোসাইটির সার্বিক কার্যক্রম পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, দুর্যোগকালীন সময়ে অনেক ক্ষেত্রে সরকারি সাহায্য পৌঁছার পূর্বে রেডক্রিসেন্টের সেবা দূর্গত মানুষের দ্বারে পৌঁছে যায়। বাংলাদেশের ত্রাণ ও পুনর্বাসনে রেডক্রিসেন্টের পরিধি ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পাচ্ছে। রেডক্রিসেন্টের প্রতিরোধ, প্রতিষেধক এবং উন্নয়ন কার্যক্রম নতুন নতুন ক্ষেত্রে প্রসারিত হচ্ছে। সরকার গৃহীত বিভিন্ন ত্রাণ ও পুনর্বাসনমূলক কার্যক্রমের সহায়ক ও পরিপূরক ভূমিকা পালন করছে রেডক্রিসেন্ট।

বাংলাদেশ রেডক্রিসেন্ট সোসাইটি

রেডক্রিসেন্ট সোসাইটির কার্যক্রমে সমাজকর্ম পদ্ধতির প্রয়োগ

Practice of Social Work Methods in Redcrescent Society's Activities

আন্তর্জাতিক পরিমন্ডলে পেশাদার সমাজকর্মীদের কর্মসংস্থানে রেডক্রস এবং রেডক্রিসেন্ট সোসাইটির অবদান বিশেষ গুরুত্ব বহন করছে। বিশ্বব্যাপী রেডক্রস এবং রেডক্রিসেন্ট সোসাইটির নিয়োগপ্রাপ্ত কর্মকর্তা কর্মচারি হিসেবে সমাজকর্মীরা পেশাদার সমাজকর্মের জ্ঞান ও দক্ষতা প্রয়োগ করছে।

রেডক্রিসেন্ট সোসাইটির ত্রাণ ও পুনর্বাসন কার্যক্রমে সমাজকর্মের সমষ্টি সংগঠন ও সমষ্টি উন্নয়ন (Community organiation and community development) পদ্ধতি প্রয়োগের সুযোগ রয়েছে।

রেডক্রিসেন্ট সোসাইটির স্বাস্থ্য কার্যক্রমে চিকিৎসা সমাজকর্মের জ্ঞান ও দক্ষতা প্রয়োগ করে স্বাস্থ্যসেবার সম্ভাব্য সর্বোচ্চ ব্যবহার নিশ্চিত করা যায়। রেডক্রিসেন্ট সোসাইটির প্রশিক্ষণ ও যুব রেডক্রিসেন্ট কার্যক্রমে দল সমাজকর্ম পদ্ধতি (Social group work) অনুশীলনের মাধ্যমে সমাজকর্মীরা ভূমিকা পালন করতে পারে। রেডক্রিসেন্ট সোসাইটির প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনার দক্ষতা বৃদ্ধিতে সমাজকর্ম প্রশাসন পদ্ধতির দক্ষতা প্রয়োগ করা যায়।

THANK YOU

HSC
একাডেমিক কোর্স

সমাজকর্ম ২য় পত্র

অধ্যায়ঃ ০৮ – বাংলাদেশে আন্তর্জাতিক সংস্থার সমাজ উন্নয়ন কার্যক্রম

টপিক – ০৫ জাতিসংঘ শিশু তহবিল (ইউনিসেফ)

টপিক ০৫: জাতিসংঘ শিশু তহবিল (ইউনিসেফ)

This Topic is important for

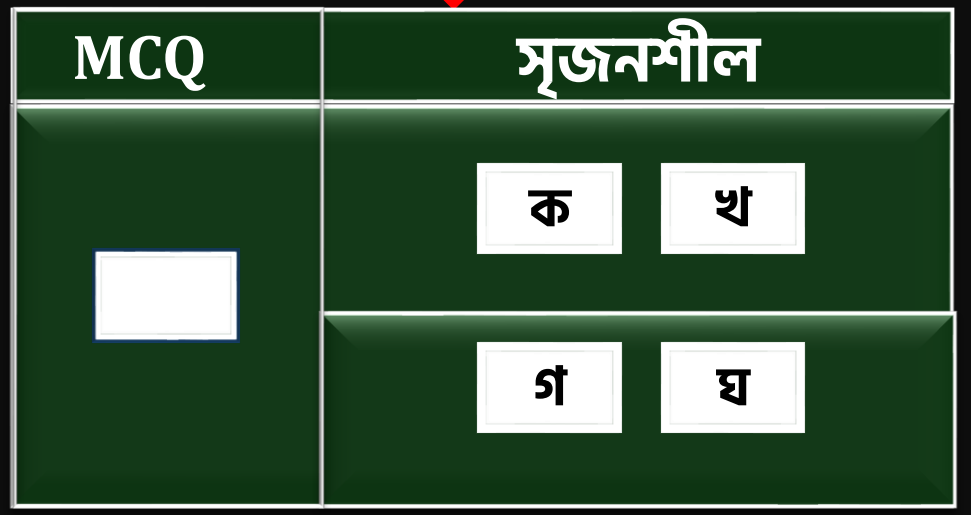

জাতিসংঘ শিশু তহবিল (ইউনিসেফ)

United Nations International Children's Emergency Fund (UNICEF)

জাতিসংঘের যে সব বিশেষায়িত সংস্থা আন্তর্জাতিক পরিমন্ডলে শিশুকল্যাণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে যাচ্ছে, সেসব সংস্থার মধ্যে জাতিসংঘ শিশু তহবিল (United Nations International Children's Emergency Fund-UNICEF) অন্যতম। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরিপ্রেক্ষিতে ইউরোপ ও চীনের শিশুদের জরুরি ভিত্তিতে খাদ্য, বস্ত্র এবং ঔষধ সরবরাহের জন্য ১৯৪৬ সালের ১১ ডিসেম্বর জাতিসংঘের আন্তর্জাতিক জরুরি শিশু তহবিল (United Nations International Children's Emergency Fund-UNICEF) গঠিত হয়। ১৯৫০ সালের দিকে বিশ্বের উন্নয়নশীল দেশগুলোর শিশুদের স্বাস্থ্য, শিক্ষা, পুষ্টি তথা শিশুদের সার্বিক কল্যাণে দীর্ঘমেয়াদী সহায়তাদানের লক্ষ্যে জরুরি (Emergency) কথাটি বাদ দিয়ে জাতিসংঘের শিশু তহবিল (UN Children's Fund) রাখা হয়। ১৯৫৩ সালের ৬ অক্টোবর সাধারণ পরিষদ এক প্রস্তাবের মাধ্যমে নাম পরিবর্তন অনুমোদন এবং জাতিসংঘের বিশেষ সংস্থায় পরিণত করে। তবে সংক্ষিপ্ত নাম UNICEF অপরিবর্তিত থেকে যায়।

জাতিসংঘ শিশু তহবিল (ইউনিসেফ)

জাতিসংঘের অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিষদের অধীনে বিশ্বব্যাপী শিশু ও নারী কল্যাণে এ সংস্থার অনন্য অবদান সর্বজন স্বীকৃত। এ সংস্থার সদর দপ্তর যুক্তরাষ্ট্রের নিউইয়র্কে অবস্থিত। জাতিসংঘের সাংগঠনিক কাঠামোর আওতায় বিশ্বব্যাপী শিশু কল্যাণের স্থায়ী ভিত্তি প্রতিষ্ঠা করেছে ইউনিসেফ। জাতিসংঘ শিশু অধিকার সনদের আওতায় শিশু সংরক্ষণ এবং উন্নয়নে পরিপূর্ণভাবে জাতিসংঘ শিশু তহবিল কাজ করে যাচ্ছে।

ইউনিসেফ ১৯৬৫ সালে নোবেল শান্তি পুরস্কার লাভ করে। ইউনিসেফের প্রধান প্রকাশনা হলো, The State of the World's Children এবং The Progress of Nations.

জাতিসংঘ শিশু তহবিল (ইউনিসেফ)

ইউনিসেফ-এর লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

Goals and Objectives of UNICEF

ইউনিসেফ-এর মূল লক্ষ্য হলো শিশুদের বিশেষ করে অনুন্নত ও স্বল্পোন্নত দেশের শিশুদের স্বাস্থ্য এবং কল্যাণমূলক কাজে সাহায্য দান। জাতিসংঘের অন্যান্য বিশেষ সংস্থা, সরকারি-বেসরকারি সংস্থা এবং বিশ্বব্যাপী মাঠকেন্দ্রিক কর্মবেষ্টনীর (Worldwide field network) মাধ্যমে স্বল্পব্যয় সম্পন্ন সমষ্টিভিত্তিক (Community based) প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবা, পুষ্টি, মৌলিক শিক্ষা, পানি এবং স্বাস্থ্যসম্মত পয়ঃনিষ্কাশন, লিঙ্গ ও উন্নয়ন কর্মসূচি বাস্তবায়নে সহায়তা করছে। ইউনিসেফ-এর সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্য ও কার্যক্রমগুলো হলো-

জাতিসংঘ শিশু তহবিল (ইউনিসেফ)

শিশুদের স্বাস্থ্যের উন্নতি বিধানে সমষ্টিভিত্তিক স্বল্পব্যয় সম্পন্ন প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবা;
শিশু ও মহিলাদের জন্য পুষ্টিকর খাদ্য সরবরাহ;
শিশুদের স্বাস্থ্য রক্ষার জন্য ত্রাণসামগ্রী সরবরাহ ও বন্টন;
হাসপাতাল ও প্রসূতি সদন নির্মাণ;
মা ও শিশুদের জন্য চিকিৎসা কেন্দ্র স্থাপন;
শিশুদের স্বাস্থ্য রক্ষার জন্য বিদ্যালয়ে খাদ্য প্রকল্প চালু করা;
শিশু ও মাতৃকল্যাণ এবং মৌলিক শিক্ষা ও কর্মসংস্থান;
প্রাকৃতিক দুর্যোগে বিধ্বস্ত শিশুদের জন্য জরুরি ত্রাণসামগ্রী সরবরাহ ও বন্টন করা;
পরিবেশ সম্মত পয়ঃনিষ্কাশন এবং বিশুদ্ধ পানীয় জলের ব্যবস্থা;
বিশ্বের সকল শিশুর বিশেষ করে কন্যা শিশুদের মানবাধিকার পর্যবেক্ষণ।

জাতিসংঘ শিশু তহবিল (ইউনিসেফ)

বিশ্বব্যাপী শিশু কল্যাণে আন্তর্জাতিক সহযোগিতার বাস্তব দৃষ্টান্ত হলো ইউনিসেফ। ইউনিসেফ বাস্তবায়িত কার্যক্রমের প্রভাবে বিশ্বব্যাপী নবজাত এবং শিশু মৃত্যুহার হ্রাস, স্বাক্ষরতার হার ও আয়ুষ্কাল বৃদ্ধি, রোগ প্রতিষেধক ব্যবস্থা গ্রহণ প্রভৃতি ক্ষেত্রে বিপুল অগ্রগতি ঘটেছে। সারা বিশ্বের দরিদ্র ও অনুন্নত দেশের শিশুদের কল্যাণে ইউনিসেফ আর্থিক ও কারিগরি সহায়তা দিয়ে যাচ্ছে।

বাংলাদেশে ইউনিসেফ-এর কার্যক্রম

Activities of UNICEF in Bangladesh

বাংলাদেশে মা ও শিশুদের সার্বিক কল্যাণে জাতিসংঘের শিশু তহবিল বহুমুখী কার্যক্রম পরিচালনায় আর্থিক ও কারিগরি সহায়তা দান করে যাচ্ছে। ইউনিসেফ বাংলাদেশে শিশু ও নারী স্বাস্থ্য উন্নয়ন, শিশুর বিকাশ, বিশুদ্ধ পানি সরবরাহ এবং নারী ও শিশুর নিরাপত্তা বিধানে বিভিন্ন কর্মসূচি নিচ্ছে। ইউনিসেফ ও বাংলাদেশ সরকার নারী ও শিশুদের জন্য নতুন যৌথ কর্মসূচি গ্রহণ করেছে। এ যৌথ কর্মসূচির মূল বিষয়গুলো হলো, টিকে থাকার অধিকার, শিশু উন্নয়নের অধিকার এবং নিরাপত্তার অধিকার। নির্যাতিত সকল ক্ষতিগ্রস্ত শিশু ও নারীদের চিকিৎসার ব্যবস্থা গ্রহণ।'

জাতিসংঘ শিশু তহবিল (ইউনিসেফ)

বাংলাদেশে ইউনিসেফ যে সব কার্যক্রমে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে সাহায্য করছে সেগুলো সংক্ষেপে বর্ণনা করা হলো-

মা ও শিশু স্বাস্থ্য কার্যক্রম: জাতিসংঘের শিশু তহবিলের প্রধান দায়িত্ব হলো শিশুদের স্বাস্থ্যের উন্নতি বিধান, শিশু ও মহিলাদের জন্য পুষ্টিকর খাদ্য সরবরাহ, শিশুদের স্বাস্থ্য রক্ষার জন্য ত্রাণ সামগ্রী সরবরাহ, হাসপাতাল ও প্রসূতি-সদন নির্মাণ, মা ও শিশু চিকিৎসা কেন্দ্র স্থাপন, শিশু স্বাস্থ্য রক্ষার জন্য স্কুল খাদ্য প্রকল্প চালুকরণ, প্রাকৃতিক দুর্যোগের সময় দুর্গত শিশুদের ত্রাণ সামগ্রী সরবরাহ করা। বাংলাদেশে জাতিসংঘের শিশু তহবিল মা ও শিশু স্বাস্থ্য রক্ষা, মা ও শিশু মৃত্যুর হার হ্রাস এবং সংক্রামক ব্যাধি নিয়ন্ত্রণ কল্পে মাতৃমঙ্গল ও শিশুকল্যাণ কেন্দ্র স্থাপন, স্বাস্থ্যকর্মী প্রশিক্ষণ, যন্ত্রপাতি ও ঔষধ সরবরাহ প্রভৃতি ক্ষেত্রে আর্থিক এবং কারিগরি সাহায্য দিয়ে যাচ্ছে। আয়োডিনের অভাবজনিত গলগন্ড রোগ প্রতিরোধে জাতীয় পুষ্টি পরিষদ ও বিসিকের সহায়তায় ইউনিসেফ আয়োডিন মিশ্রিত লবণ উৎপাদনে মেশিন সরবরাহ করছে। বাংলাদেশে এইডস ছড়ানোর ব্যাপক আশঙ্কায় এইচআইভি এইডস বিষয়ে ইউনিসেফ কাজ করে যাচ্ছে।

পুষ্টি কার্যক্রম: অপুষ্টির প্রভাব থেকে শিশুদের রক্ষা করার জন্য পুষ্টি জ্ঞান দান, পুষ্টি জরিপ পরিচালনা, পুষ্টিকর খাদ্য উৎপাদন ও সংরক্ষণ এবং বিশুদ্ধ পানীয় জলের সুবিধার্থে গ্রামীণ এলাকায় টিউবওয়েল স্থাপনে ইউনিসেফ সহায়তা দিয়ে যাচ্ছে।

জাতিসংঘ শিশু তহবিল (ইউনিসেফ)

শিক্ষা কার্যক্রম : বাংলাদেশে শিক্ষা বিস্তার এবং সর্বজনীন শিক্ষা কর্মসূচি বাস্তবায়নে ইউনিসেফ বহুমুখী সাহায্য প্রদান করে যাচ্ছে। নতুন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপন, সংস্কার সাধন, দরিদ্র ছাত্র-ছাত্রীদের শিক্ষার উপকরণ ও পোশাক সরবরাহ, বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি সরবরাহ, শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ দান প্রভৃতি কার্যক্রম পরিচালনা করছে।

মহিলাদের বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ প্রদান: মহিলাদের উপার্জনক্ষম করে তোলার লক্ষ্যে ইউনিসেফ সমাজসেবা অধিদপ্তরের গ্রামীণ সমাজসেবা প্রকল্পের অধীনে পরিচালিত মাদার্স ক্লাবের মাধ্যমে বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ দান, সেলাই ও বুননযন্ত্র সরবরাহ করে থাকে।

এছাড়া বাংলাদেশে শিশুকল্যাণে নিয়োজিত বিভিন্ন সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানকে আর্থিক ও কারিগরি সাহায্য প্রদান ইউনিসেফের কার্যক্রমের অন্তর্ভুক্ত। এ প্রসঙ্গে বাংলাদেশে শিশুকল্যাণ পরিষদ পরিচালিত ঢাকার পঙ্গু শিশু চিকিৎসা কেন্দ্রের সহায়তার কথা উল্লেখ করা যায়।

জাতিসংঘ শিশু তহবিল (ইউনিসেফ)

বাংলাদেশের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে ইউনিসেফ (UNICEF) যেসব উন্নয়ন প্রকল্পে আর্থিক ও কারিগরি সহায়তা প্রদান করছে সেগুলো হলো-

পার্বত্য চট্টগ্রাম এলাকা সমন্বিত সমাজ উন্নয়ন প্রকল্প (২য় পর্যায়)।

সর্বজনীন আয়োডিন মিশ্রিত লবণ তৈরি কার্যক্রমের মাধ্যমে আয়োডিন ঘাটতি নিয়ন্ত্রণ প্রকল্প (বিশ্ব ব্যাংক ও ইউনিসেফ যৌথ প্রকল্প)।

শহর এলাকায় অত্যাবশ্যকীয় সেবা প্রদান প্রকল্প (Urban Basic Service Delivery Project)

পল্লী পয়ঃনিষ্কাশন, স্বাস্থ্য উন্নয়ন, পানি সরবরাহকরণ প্রকল্প।

পৌর বসতি ও শহরতলী এলাকায় পরিবেশ সহায়ক পয়ঃনিষ্কাশন (Environmental sanitation) স্বাস্থ্য পরিচর্যা, পানি সরবরাহ প্রকল্প।

জাতিসংঘ শিশু তহবিল (ইউনিসেফ)

Intensive Districts Approach-এর মাধ্যমে প্রাথমিক শিক্ষার উন্নয়ন প্রকল্প।
উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা কার্যক্রম প্রকল্প।
বাংলাদেশ শিশু ও মহিলাদের উন্নয়ন লক্ষ্যসমূহ অর্জনের জন্য যোগাযোগ কার্যক্রম।
মহিলা উন্নয়ন সচেতনতা বৃদ্ধি ও তথ্যাদি সমৃদ্ধিকরণ (৩য় পর্যায়)।
বাংলাদেশের আর্সেনিক দূষণ এলাকায় গবেষণা প্রকল্প (সংশোধিত)।
শিশুদের পুষ্টিমান জরীপ প্রকল্প।

জাতিসংঘ শিশু তহবিল (ইউনিসেফ)

ইউনিসেফ-এর কার্যক্রমে সমাজকর্ম পদ্ধতির প্রয়োগ

Practice of Social Work Methods in UNICEF's Activities

জাতিসংঘের বিশেষায়িত সংস্থা হলো ইউনিসেফ। বিশ্বব্যাপী শিশুদের কল্যাণ নিয়ে ইউনিসেফ কাজ করে যাচ্ছে। ইউনিসেফ-এর কার্যক্রমে সমাজকর্মের মৌলিক পদ্ধতি সমষ্টি উন্নয়ন এবং সহায়ক পদ্ধতি সমাজকর্ম গবেষণা ও সামাজিক কার্যক্রম পদ্ধতি প্রয়োগ করা যায়। ইউনিসেফ-এর স্বল্প ব্যয়সম্পন্ন সমষ্টিভিত্তিক প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবা, পুষ্টি ও মৌলিক শিক্ষা, বিশুদ্ধ পানি ও স্বাস্থ্যসম্মত পয়ঃনিষ্কাশন, লিঙ্গ সমতা ও উন্নয়ন কর্মসূচি বাস্তবায়নে সমষ্টি উন্নয়ন (Community Development) পদ্ধতি প্রয়োগ করা যায়। মহিলাদের বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ কার্যক্রমে দল সমাজকর্ম (Social Group Work) পদ্ধতি প্রয়োগের সুযোগ রয়েছে। ইউনিসেফ-এর সহায়তায় পরিচালিত শিশু ও মহিলাদের উন্নয়ন লক্ষ্যার্জনে যোগাযোগ কার্যক্রম এবং মহিলা উন্নয়ন সচেতনতা বৃদ্ধি কার্যক্রমে সমাজকর্মের সহায়ক পদ্ধতি সামাজিক কার্যক্রম (Social Action) পদ্ধতি জরিপ, আর্সেনিক দূষণ সংশ্লিষ্ট গবেষণা কার্যক্রমে সমাজকর্মের সহায়ক পদ্ধতি সমাজকর্ম গবেষণা প্রয়োগ করা যায়।

THANK YOU

HSC
একাডেমিক কোর্স

সমাজকর্ম ২য় পত্র

অধ্যায়ঃ ০৮ – বাংলাদেশে আন্তর্জাতিক সংস্থার সমাজ উন্নয়ন কার্যক্রম

টপিক – ০৬ জাতিসংঘের উন্নয়ন কর্মসূচী (ইউএনডিপি)

টপিক ০৬: জাতিসংঘের উন্নয়ন কর্মসূচী (ইউএনডিপি)

This Topic is important for

MCQ	সৃজনশীল	
	ক	খ
	গ	ঘ

জাতিসংঘের উন্নয়ন কর্মসূচী (ইউএনডিপি)

অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নয়নে জাতিসংঘের যেসব বিশেষ সংস্থা বিশ্বব্যাপী আর্থিক ও কারিগরি সাহায্য প্রদান করছে, সেগুলোর মধ্যে জাতিসংঘের উন্নয়ন কর্মসূচি (UNDP) অন্যতম। ১৯৬৬ সালের ১ জানুয়ারি সম্মিলিত জাতিসংঘের বর্ধিত কারিগরি সাহায্য কর্মসূচি (UNEPTA) এবং জাতিসংঘের বিশেষ তহবিল (UNSF) সমন্বিত করে ইউএনডিপি (UNDP) গঠন করা হয়। ইউএনডিপি-র সদর দপ্তর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নিউইয়র্কে অবস্থিত।

জাতিসংঘের উন্নয়ন কর্মসূচী (ইউএনডিপি)

ইউএনডিপি-র উদ্দেশ্য

Objectives of UNDP

ইউএনডিপি (UNDP)-র মূল উদ্দেশ্য হলো স্বল্প উন্নত দেশের সামাজিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য জাতিসংঘের মাধ্যমে প্রদত্ত কারিগরি সহায়তামূলক প্রকল্পের সমন্বয় সাধন ও পরিচালনা করা। বিশ্বব্যাপী উন্নয়ন ক্ষেত্রে সর্ববৃহৎ সংস্থা হলো ইউএনডিপি। অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নয়ন এবং উন্নয়ন অবকাঠামো নির্মাণে ইউএনডিপি পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে আর্থিক ও কারিগরি সহায়তা দিয়ে থাকে।

জাতিসংঘের উন্নয়ন কর্মসূচী (ইউএনডিপি)

ইউএনডিপির কার্যক্রম

Activities of UNDP

জাতিসংঘের বৈশ্বিক উন্নয়ন কর্মবেষ্টনী (United Nation's Global Development Network) হলো ইউএনডিপি বা জাতিসংঘ উন্নয়ন কর্মসূচি। বিশ্বের অনুন্নত দেশের উন্নয়নে কারিগরি ও আর্থিক সাহায্য প্রদানের লক্ষ্যে ১ জানুয়ারি ১৯৬৬ সালে ইউএনডিপি প্রতিষ্ঠা করা হয়। বিশ্বের ১৭৭টি দেশে ইউএনডিপি-র কার্যক্রম বিস্তৃত। সরকার এবং স্থানীয় প্রশাসনকে বৈশ্বিক এবং জাতীয় সমস্যা (Global and national problems) সমাধানে ইউএনডিপি সাহায্য করে। বিভিন্ন দেশে অগ্রাধিকারভিত্তিক জাতীয় উন্নয়নের লক্ষ্যার্জনে গৃহীত বৈশ্বিক ও জাতীয় উন্নয়ন কার্যক্রমের (Global and National developmental efforts) মধ্যে সমন্বয় সাধন ও সংযোগ স্থাপনে সাহায্য করে ইউএনডিপি। জাতিসংঘ ঘোষিত সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যার্জনে (Millennium Development Goals-MDG) অর্জনে অনুন্নত দেশগুলোকে আর্থিক ও কারিগরি সাহায্য প্রদানে ইউএনডিপির কার্যক্রমের পরিধিভুক্ত।

জাতিসংঘের উন্নয়ন কর্মসূচী (ইউএনডিপি)

জাতিসংঘ উন্নয়ন কর্মসূচি বা ইউএনডিপি যে সব উন্নয়ন সমস্যা বা উন্নয়ন চ্যালেঞ্জের প্রতি গুরুত্বারোপ করে সেগুলো হলো-

গণতান্ত্রিক সরকার ব্যবস্থার উন্নয়ন (Development of Democratic governmence system);

দারিদ্র্য নিরসন (Poverty reduction);

জালানী শক্তি ও পরিবেশ (Energy and environment);

দুর্যোগ প্রতিরোধ এবং পুনরুদ্ধার (Crisis prevention and recovery);

এইচআইভি/এইডস (HIV / AIDS);

মানব উন্নয়ন (Human development);

মানবাধিকার সংরক্ষণ এবং নারী ক্ষমতায়ন (Protection of human rights and empowerment of women) ।

জাতিসংঘের উন্নয়ন কর্মসূচী (ইউএনডিপি)

ইউএনডিপির উন্নয়ন চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় গৃহীত কার্যক্রম সংক্ষেপে তুলে ধরা হলো।

১. গণতান্ত্রিক সরকার ব্যবস্থার উন্নয়ন (Development of Democratic governmence System) : নীতিগত উপদেশ (Policy advice) এবং কারিগরি সাহায্য, ব্যক্তিগত ও প্রাতিষ্ঠানিক সামর্থ্য বৃদ্ধি ও গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা সংস্কারের জন্য জনগণকে শিক্ষা ও উপদেশ প্রদান, গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার উন্নয়নে প্রয়োজনীয় সংলাপ ও সমঝোতার ক্ষেত্রে ইউএনডিপি সাহায্য করে। দেশের বিদ্যমান গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানগুলোর উন্নয়ন ও সামর্থ্য বৃদ্ধির লক্ষ্যে জাতীয় ঐক্য ও সচেতনতা গড়ে তুলতে ইউএনডিপি সাহায্য করে।

জাতিসংঘের উন্নয়ন কর্মসূচী (ইউএনডিপি)

২. দারিদ্র্য নিরসন (Poverty reduction): অর্থনৈতিক সুযোগ সুবিধা ও সম্পদে প্রবেশাধিকারের প্রসার এবং দারিদ্র্য কর্মসূচিকে দেশের বৃহত্তর লক্ষ্য ও নীতির সঙ্গে সংযুক্তকরণের মাধ্যমে দারিদ্র্য নিরসন কৌশল উন্নয়নে ইউএনডিপি সাহায্য করে। ইউএনডিপি বাণিজ্যিক সংস্কার, ত্রাণভিত্তিক ঋণ (Debt relief) এবং বিদেশি বিনিয়োগ উৎসাহিতকরণে সাহায্য করে। বিশ্বায়ন (Globalisation) দ্বারা যাতে দরিদ্রতর জনগোষ্ঠী (Poorest of the poor) উপকৃত হয়, সেজন্য সাহায্য করে ইউএনডিপি। দারিদ্র্য নিরসনের ক্ষেত্রে ইউএনডিপি পাইলট প্রকল্পের উন্নয়ন, উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় নারীদের ভূমিকা জোরদারকরণ এবং সরকার ও এনজিও কার্যক্রমের মধ্যে সমন্বয় সাধনে সাহায্য করে। ইউএনডিপি স্থানীয় নেতৃত্ব এবং স্থানীয় সরকারের সঙ্গে কাজ করে, যাতে জনগণের অর্থনৈতিক অবস্থার উন্নয়ন হয়।

জাতিসংঘের উন্নয়ন কর্মসূচী (ইউএনডিপি)

৩. জ্বালানী শক্তি ও পরিবেশ (Energy and Environment): অনুন্নত দেশের দরিদ্র জনগোষ্ঠীকে অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ, বিশুদ্ধ পানি এবং স্বাস্থ্যকর স্যানিটেশনের অভাব এবং পর্যাপ্ত জ্বালানী সেবার (Energy services) সমস্যা মোকাবেলা করতে হয়। ইউএনডিপি পরিবেশগত সমস্যা মোকাবেলার মাধ্যমে উন্নয়নশীল দেশের টেকসই উন্নয়ন, সামর্থ্য বৃদ্ধি, মানবসম্পদ উন্নয়ন এবং দারিদ্র্য নিরসনে সাহায্য করে। দরিদ্রদের টেকসই জীবনমান উন্নয়নে ইউএনডিপি বৈশ্বিক পরিবেশগত বিষয়গুলো মোকাবেলার উপযুক্ত উদ্ভাবনী নীতি প্রনয়নে উপদেষ্টা সেবা প্রদান করে। ইউএনডিপি পরিবেশ বান্ধব উন্নয়ন প্রকল্প প্রনয়নে সাহায্য করে। ইউএনডিপির পরিবেশগত কৌশল (Environmental strategy), পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন এবং টেকসই জ্বালানী সেবায় প্রবেশাধিকারসহ কার্যকর পানি ব্যবস্থাপনার প্রতি গুরুত্বারোপ করা হয়। ইউএনডিপি ভূমি ব্যবস্থাপনা ও পরিবেশ দূষণ প্রতিরোধ এবং জীববৈচিত্র্য (Biodiversity) সংরক্ষণে সাহায্য করে।

জাতিসংঘের উন্নয়ন কর্মসূচী (ইউএনডিপি)

৪. দুর্যোগ প্রতিরোধ এবং পুনরুদ্ধার (Crisis prevention and recovery): ইউএনডিপি বিভিন্ন দেশের সশস্ত্র সংঘাত (Armed conflicts) বা দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাসে এবং দুর্যোগ পরবর্তী সময়ে দ্রুত উদ্ধার কার্যক্রমে ইউএনডিপি সাহায্য করে। ইউএনডিপির নিজস্ব অফিসের (Country office) মাধ্যমে বিভিন্ন দেশের সরকারকে দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাসের প্রয়োজন নির্ণয় (Needs assessment), সক্ষমতা বৃদ্ধি (Capacity development), সমন্বিত পরিকল্পনা ও নীতি (Co-ordinated planning and policy) এবং মান নির্ধারণে (Standard setting) সাহায্য করে।

জাতিসংঘের উন্নয়ন কর্মসূচী (ইউএনডিপি)

৫. এইচআইভি / এইডস (HIV / AIDS): বিশ্বব্যাপী গুরুত্বপূর্ণ আলোচিত সামাজিক সমস্যা হলো এইচআইভি / এইডস। ইউএনডিপি এইচআইভি / এইডস প্রসার প্রতিরোধ এবং এর প্রভাব হ্রাসে বিভিন্ন দেশকে সহযোগিতা করছে।

৬. মানব উন্নয়ন প্রতিবেদন (Human development report) : বিশ্বের বিভিন্ন দেশের মানব উন্নয়নের তুলনামূলক পর্যালোচনা সম্বলিত বার্ষিক মানব উন্নয়ন প্রতিবেদন ১৯৯০ সাল থেকে ইউএনডিপি প্রকাশ করে আসছে। এতে মানব উন্নয়ন এবং বার্ষিক মানব উন্নয়ন সূচক সংশ্লিষ্ট তথ্যাদি প্রকাশ করা হয়। শিক্ষা, স্বাস্থ্য, আয়ুষ্কাল, আয় প্রভৃতি মানব উন্নয়ন সংশ্লিষ্ট উপদানগুলোর তুলনামূলক পরিসংখ্যান প্রকাশ করা হয়।

বিশ্বব্যাপী জাতিসংঘ পরিচালিত উন্নয়ন কার্যক্রমের সমন্বয় সাধনে ইউএনডিপি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। জাতিসংঘ উন্নয়ন গ্রুপ (UN Development Group) এবং বিভিন্ন দেশের আবাসিক সমন্বয় ব্যবস্থার (Resident Co-ordinator System) মাধ্যমে ইউএনডিপি সমন্বয় সাধনের কার্যক্রম পরিচালনা করে। 1

জাতিসংঘের উন্নয়ন কর্মসূচী (ইউএনডিপি)

বাংলাদেশে ইউএনডিপি-র কার্যক্রম

Activities of UNDP in Bangladesh

বাংলাদেশের উন্নয়নমূলক বিভিন্ন প্রকল্প বাস্তবায়নে ইউএনডিপি প্রত্যক্ষভাবে আর্থিক ও কারিগরি সহযোগিতা দিয়ে আসছে। কৃষি, বনায়ন, খনিজ সম্পদ উন্নয়ন, বিদ্যুৎ, যাতায়াত ও যোগাযোগ, গৃহায়ন, স্বাস্থ্য পরিবেশ সংরক্ষণ, শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ, সমাজসেবা, অর্থনৈতিক পরিকল্পনা, জনপ্রশাসন প্রভৃতি অর্থনৈতিক ও সামাজিক খাতে ইউএনডিপির (UNDP)-র সহযোগিতার ক্ষেত্র বিস্তৃত। ইউএনডিপি-র আর্থিক ও কারিগরি সহায়তায় পরিচালিত বাংলাদেশ সরকারের কতিপয় উন্নয়নমূলক প্রকল্পের নাম এখানে উল্লেখ করা হলো।

জাতিসংঘের উন্নয়ন কর্মসূচী (ইউএনডিপি)

বাংলাদেশে ইউএনডিপির (UNDP)-র আর্থিক ও কারিগরি সহায়তায় বাস্তবায়িত প্রধান কয়েকটি উন্নয়ন প্রকল্প-

থানা পর্যায়ে শস্য প্রযুক্তি হস্তান্তর ও চিহ্নিতকরণ প্রকল্প।

সমন্বিত বালাই ব্যবস্থাপনা প্রকল্প।

কৃষি উন্নয়ন ডাটাবেজ ব্যবহার প্রকল্প।

টেকসই স্থিতিশীল পরিবেশ ব্যবস্থাপনা কর্মসূচি (Sustainable Environment Management Programme)

স্থানীয় প্রশাসনের সামর্থ্য বৃদ্ধি অর্থাৎ Capacity Building For Local Governence.

বাংলাদেশে মানবাধিকার ক্ষেত্রে প্রাতিষ্ঠানিক উন্নয়নে কর্মমুখী গবেষণা পরিচালনা (Action Research Study on the Institutional Development of Human Rights in Bangladesh)

স্থানীয় অংশীদারিত্বের মাধ্যমে নগর দারিদ্র্য দূরীকরণ প্রকল্প।

শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের ব্যবস্থাপনা, তথ্য ও পরিসংখ্যান শক্তিশালীকরণ প্রকল্প।

জাতীয় শিক্ষা ব্যবস্থাপনা একাডেমি (নায়েম) পুনঃর্গঠন প্রকল্প।

মহিলা উদ্যোক্তা উন্নয়ন প্রকল্প।

জাতিসংঘের উন্নয়ন কর্মসূচী (ইউএনডিপি)

জাতীয় ডাটা ব্যাংক বা National Data Bank.
সামাজিক দিক হতে অনগ্রস নারী ও শিশুদের দারিদ্র্য নিরসণ, সামর্থ বৃদ্ধি (Capacity Building, Poverty Alleviation and Sustainable Livelihood of the Socially Disadvantaged Women and their Children)
ভিজিডি কর্মসূচিতে কারিগরি সাহায্য প্রদান (Technical Assistance to the VGD Programme)
অংশীদারভিত্তিক উন্নয়নে গ্রামীণ যুবকদের সম্পৃক্তকরণ (Pro-active Involevement of Rural Youth in Participatory Development)
টেকসই মানব উন্নয়ন পরিবীক্ষণ (Support for Monitoring Sustainable Human Development in Bangladesh)

জাতিসংঘের উন্নয়ন কর্মসূচী (ইউএনডিপি)

অনানুষ্ঠানিক খাতে কর্মসংস্থানের জন্য জাতীয় কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন (Formulation of National Action Plan for Non-formal Employment in Bangladesh)
স্থানীয় পর্যায়ে অংশগ্রহণভিত্তিক পরিকল্পনা প্রণয়ন সামর্থ্য জোরদারকরণ (Strengthing Capacity for Participatory Planning at Local Level)
পরিবেশ পরিসংখ্যান উন্নয়ন প্রকল্প।
মাদক নিয়ন্ত্রণে মাস্টার প্ল্যান তৈরিকরণ (Master Plan for Drug Abuse Control in Bangladesh)
আদমশুমারি ও গৃহ গণনা প্রকল্প।

জাতিসংঘের উন্নয়ন কর্মসূচী (ইউএনডিপি)

#সমন্বিত দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা (Support to Comprehensive Digester Management)

প্রাথমিক, মাধ্যমিক, উচ্চমাধ্যমিক, কারিগরি, বৃত্তিমূলক, মাদ্রাসা, শিক্ষা ধারায় জনসংখ্যা শিক্ষা।

দারিদ্র্য বিমোচনে স্থানীয় জনগণের অংশগ্রহণ প্রকল্প প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের ক্ষমতা বৃদ্ধিকরণ।

সামাজিক ক্ষমতায়ন (অংশায়নের মাধ্যমে দারিদ্র্য দূরীকরণ)।

দারিদ্র্য বিমোচনে তৃণমূল পর্যায়ে অংশগ্রহণের মাধ্যমে সামাজিক ক্ষমতায়ন।

জাতিসংঘের উন্নয়ন কর্মসূচী (ইউএনডিপি)

ইউএনডিপি কার্যক্রমে সমাজকর্ম পদ্ধতির প্রয়োগ

Practice of Social Work Methods in UNDP's Activities

জাতিসংঘ বিশেষায়িত সংস্থা ইউএনডিপির মূল দায়িত্ব হচ্ছে স্বল্পোন্নত ও অনুন্নত দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের জন্য জাতিসংঘের মাধ্যমে প্রদত্ত আর্থিক ও কারিগরি সহায়তামূলক প্রকল্পের সমন্বয় সাধন ও পরিচালনা করা। ইউএনডিপি'র বিশেষ আর্থিক ও কারিগরি সহায়তা কার্যক্রমের মধ্যে রয়েছে-

দারিদ্র্য বিমোচনে স্থানীয় জনগণের অংশগ্রহণ প্রকল্প প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের ক্ষমতা বৃদ্ধিকরণ।

সামাজিক ক্ষমতায়ন (অংশায়নের মাধ্যমে দারিদ্র্য দূরীকরণ)।

দারিদ্র্য বিমোচনে তৃণমূল পর্যায়ে অংশগ্রহণের মাধ্যমে সামাজিক ক্ষমতায়ন।

এসব কার্যক্রমে সমাজকর্মের মৌলিক পদ্ধতি সমষ্টি সংগঠন এবং সমষ্টি উন্নয়ন পদ্ধতির বিভিন্ন কৌশল প্রয়োগ করা যায়। ইউএনডিপি যেহেতু সরাসরি কার্যক্রম বাস্তবায়নে নিয়োজিত নয়, সেহেতু সমাজকর্মের পদ্ধতিগুলো প্রয়োগের সুযোগ অপেক্ষাকৃত কম।

THANK YOU

HSC
একাডেমিক কোর্স

সমাজকর্ম ২য় পত্র

অধ্যায়ঃ ০৮ – বাংলাদেশে আন্তর্জাতিক সংস্থার সমাজ উন্নয়ন কার্যক্রম

টপিক – ০৭ বহুনির্বাচনী প্রশ্ন সমাধান

বহুনির্বাচনী প্রশ্ন সমাধান

১। ওয়ার্ল্ড ভিশনের যাত্রা শুরু হয়-

ক. ১৯৫০ সালে খ. ১৯৭০ সালে গ. ১৯৭১ সালে ঘ. ১৯৭২ সালে

২। জীন হ্যানরী ডুনান্ট প্রতিষ্ঠা করেন-

ক. রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটি খ. রেডক্রস সোসাইটি

গ. সেভ দ্যা চিলড্রেন ঘ. ইউসেপ

৩। ইউনিসেফ হলো-

ক. আন্তর্জাতিক সংস্থা খ. এনজিও

গ. জাতিসংঘের বিশেষ সংস্থা ঘ. জাতিসংঘের অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিষদের শাখা

৪। "State of the World's Children" এর প্রকাশক হলো-

ক. ইউসেপ খ. ইউনিসেফ গ. ইউএনডিপি ঘ. ইউএনএফপিএ

বহুনির্বাচনী প্রশ্ন সমাধান

৫। প্রাক-শৈশব শিক্ষা কর্মসূচি বলতে কী বোঝানো হয়েছে?

ক. ৩-৫ বছর বয়সী শিশুদের জন্য শিক্ষা কার্যক্রম

খ. ৪-৬ বছর বয়সী শিশুদের জন্য শিক্ষা কার্যক্রম

গ. ৩-৪ বছর বয়সী শিশুদের জন্য শিক্ষা কার্যক্রম

ঘ. অনুর্ধ ৫ বছর বয়সী শিশুদের জন্য শিক্ষা কার্যক্রম

৬। ইউনিসেফের মূল লক্ষ্যদল কারা?

ক. উন্নত বিশ্বের শিশুরা

খ. অনুন্নত ও স্বল্পোন্নত দেশের শিশুরা

গ. এশিয়া মহাদেশের দরিদ্র দেশগুলোর শিশুরা

ঘ. আফ্রিকা মহাদেশের অবহেলিত শিশুরা

৭। আলোর ভুবন শিশু কিশোর পরিষদ একটি শিশু সংগঠন। এ সংগঠনটি সার্বিক শিশু উন্নয়নে স্বেচ্ছাসেবার ভিত্তিতে বিভিন্ন কার্যক্রম পরিচালনা করে। এ সংগঠনটির কার্যক্রমের সাথে নিচের কোনটির কার্যক্রমের সাদৃশ্য রয়েছে?

ক. জাতিসংঘের উন্নয়ন কর্মসূচি

খ. ইউনিসেফ

গ. সেভ দ্যা চিলড্রেন

ঘ. খ ও গ উভয়ই সঠিক

বহুনির্বাচনী প্রশ্ন সমাধান

৮। বিশ্বব্যাপী উন্নয়ন ক্ষেত্রে সর্ববৃহৎ সংস্থা হলো ইউএনডিপি। ইউএনডিপি কোন কোন খাতে আর্থিক ও কারিগরি সহায়তা দিয়ে থাকে?

ক. অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নয়ন
খ. উন্নয়ন অবকাঠামো নির্মাণ
গ. সামরিক ক্ষেত্রে উন্নয়ন
ঘ. ক ও খ উভয়ই সঠিক

৯। ইউএনডিপি প্রত্যক্ষভাবে আর্থিক ও কারিগরি সহযোগিতা প্রদান করছে-

i. কৃষি ও বনায়ন
ii. খনিজ সম্পদ উন্নয়ন
iii. গৃহায়ন

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. Iii
খ. i এবং iii
গ. ii এবং iii
ঘ. i, ii এবং iii

THANK YOU

HSC
একাডেমিক কোর্স

সমাজকর্ম ২য় পত্র

অধ্যায়ঃ ০৮ – বাংলাদেশে আন্তর্জাতিক সংস্থার সমাজ উন্নয়ন কার্যক্রম

টপিক – ০৮ সৃজনশীল প্রশ্ন সমাধান

সৃজনশীল প্রশ্ন সমাধান

উদ্দীপকটি পড় এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও।

বাংলাদেশে প্রতি বছর অসংখ্য শিশু কম ওজন এবং অপুষ্টি নিয়ে জন্মগ্রহণ করে। নিরক্ষরতা ও অজ্ঞতার প্রভাবে অপুষ্টি সমস্যা বৃদ্ধি পেয়ে চলেছে। খাদ্য নিরাপত্তার অভাব অপুষ্টি সমস্যার প্রধান কারণ। অপুষ্টি শিশুর দৈহিক ও মানসিক বিকাশ ব্যাহত করে। অপুষ্টির প্রভাবে অনেক সময় শিশু মানসিক ও দৈহিক প্রতিবন্ধী হয়ে পড়ে। অপুষ্টির প্রভাবে কোন ধরনের প্রতিবন্ধিতা দেখা দেয় তা সণাক্তকরণ জরিপ করা প্রয়োজন। সারা দেশে জরিপ চালিয়ে অপুষ্টিজনিত প্রতিবন্ধিতা বিষয়ক ডাটাভেজ তৈরির গুরুত্ব অপরিসীম। এ সমস্যা মোকাবেলার জন্য বাংলাদেশে অনেকগুলো আন্তর্জাতিক উন্নয়ন সংস্থা কাজ করে যাচ্ছে।

ক. শিশু কল্যাণে নিয়োজিত পাঁচটি আন্তর্জাতিক উন্নয়ন সংস্থার নাম লিখ।

খ. বাংলাদেশে ওয়ার্ল্ড ভিশনের কর্মক্ষেত্রগুলো বর্ণনা কর।

গ. বাংলাদেশে অপুষ্টির কারণ কি কি? উদ্দীপকে উল্লিখিত কারণগুলোসহ অন্যান্য কারণ উল্লেখ কর।

ঘ. পুষ্টিহীনতা কীভাবে রোধ করা যায় তা ব্যাখ্যা কর।

THANK YOU